দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

000060

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার

সরকার দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে সরকারী সিদ্ধান্তের কারণেই এ হার বাড়ানো যাচ্ছে না। ১৯৮১ সালে যে আদম শুমারি করা হয় তা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ১৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ হলো ২৫ দশমিক ৮০ এবং মহিলা হলো মাত্র ১৩ দশমিক ২০ শতাংশ।

দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলো হলো বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যাপক ভিত্তিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অধিকতর সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা ও সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা, সরকারী কার্যক্রমের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ইত্যাদি।

সরকারের এ পরিকল্পনাগুলো যদি বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে দেশে শিক্ষিতের হার অনেক বেড়ে যাবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু উক্ত পরিকল্পনাগুলো কাগজে কলমেই লেখা আছে, বাস্তবে এগুলো বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাচ্ছে না। বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারই উপরোক্ত কর্মসূচীর পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যেমন সরকারের পরিকল্পনা ছিল দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে পর্যায়ক্রমে সরকারীকরণ করা। অথচ চলতি অর্থ বছর অর্থাৎ ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে সরকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সরকারীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হালহকিকত সম্পর্কে আমরা কমবেশী সবাই ওয়াকিফহাল। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। সরকারীকরণ করা হলে এসব বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সংকট বহুলাংশে কমে যেতো। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো ছাড়াও তাদের সংখ্যাও বাড়ানো যেতো। সরকারীকরণের আশায় অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিনা বেতনে কাজ করছেন। সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় সরকারীকরণ করা হলে দেশে শিক্ষিতের হার কিছুটা হলেও বাড়বে। অথচ সরকারের এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলেও সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছেন। রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারীকরণেরও কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে শিক্ষামন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সম্প্রতি জানিয়েছেন।

চলতি অর্থ বছরে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ব্যবস্থা না রাখায় দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ বড় রকমের হোঁচট খাবে যা দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসেবে চিহ্নিত হবে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা যায় সরকারের সিদ্ধান্তের কারণেই দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর পথ সংকোচিত হবে। তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

—নুরুল ইসলাম শেফুল